কালের কণ্ঠ

তারিখ : 06 NOV 2017

ঢাবিতে শিক্ষকদের হাতাহাতি

প্রক্টরের অপসারণ দাবি নীল দলের একাংশের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী সমর্থিত শিক্ষকদের প্যানেল নীল দলের সাধারণ সভায় হাতাহাতির ঘটনায় জড়িতদের বিচার এবং অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানীকে প্রক্টর পদ থেকে অপসারণের দাবি জানিয়েছে নীল দলের একাংশ।

গতকাল রবিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানায় তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও মানবন্ধন থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়।

মানববন্ধনে নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুল আজিজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সহিদ আকতার হোসাইন, সিনেট সদস্য অধ্যাপক সাবিতা রেজওয়ানা চৌধুরী, আহত সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আ ক ম জামাল উদ্দিন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বায়তুল্লাহ কাদেরী, শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শফিউল আলম ভূঁইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক এ এম আমজাদ আলী, অধ্যাপক আবুল মনসুর আহাম্মদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক আবদুল আজিজ বলেন, 'শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা কোনো দিন ঘটেনি। দেশ ও জাতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদার আসনে রেখেছে। কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা জাতির কাছে আমাদের সম্মানের জায়গাটি প্রশ্নবিদ্ধ করেছি। আমরা চাই, অবিলম্বে এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রক্টর ও বাকিদের বিচারের আওতায় আনা হোক।'

শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, উপাচার্য পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে একটা পক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। প্রগতিশীল শক্তিকে দমিয়ে রেখে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থান করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি শিক্ষক সমাজের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক।

অধ্যাপক আ ক ম জামাল উদ্দিন বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কোনো একক ব্যক্তি নন। তাই তাঁকে নিয়ে সমালোচনা করা, সম্মানহানিকর বক্তব্যে শুধু তিনি অসম্মানিত হন না, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানও ক্ষুণ্ণ হয়। তাই আমি সেদিন প্রক্টর অধ্যাপক গোলাম রব্বানীর তির্যক বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলাম। এ কারণেই এক দল শিক্ষক আমাকে অপমানিত করেছে। এ বিষয়ে উপাচার্য আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু এখনো দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি দেখিনি।'

এদিকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রক্টরকে শারীরিক আক্রমণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের ব্যানারে আজ সোমবার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মানববন্ধন ঘোষণা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ বলেন, শিক্ষকদের মধ্যে এ ধরনের ঘটনার জন্য লজ্জিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পদে থাকায় প্রক্টরকে প্রথমে আক্রমণ করেছেন শিক্ষক আ ক ম জামাল উদ্দিন। তবে এ ঘটনাকে পত্রপত্রিকায় ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। এই ঘটনার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।